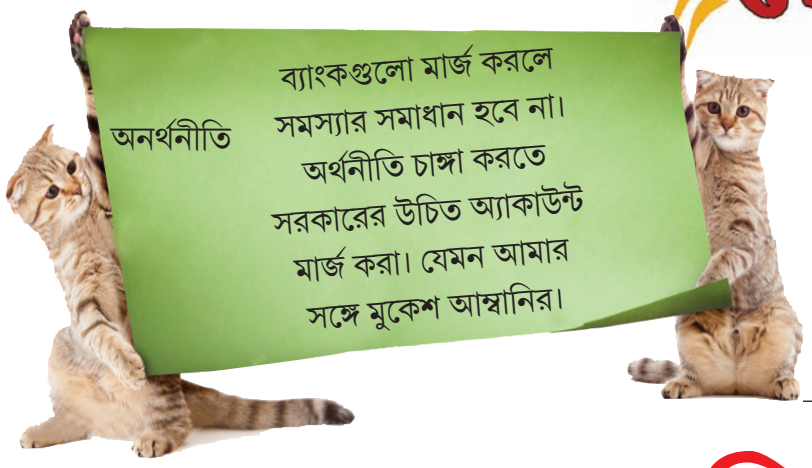

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু। গুরুই পরম ঈশ্বর। যিনি আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে দেন। শুধুমাত্র সিলেবাসের তোতাপাখির খাঁচায় ভরে না রেখে, মহাবিশ্বের মহাকাশে চোখ রাখতে শেখান। আমার শিক্ষক ২য় পর্ব

এ মন যখন তখন
উদাসী বিকেল আর
ক্লান্ত হাওয়া--
এ কাটাকুটি মেলানো,
আবৃত্তি চাওয়া।

আমার শিক্ষক

শিক্ষক দিবসের আলো
যাদবচন্দ্র রায়

জলবিন্দু সিন্ধু অংশ
নদীপথে চললে
পেতেই পারে মহাসাগর
নদীকে গুরু মানলে।
কামার কুমোর ছুতোর চাষি
সবার গুরুই আছে
গুরুর পথেই চলতে শিখে
সমাজসেবায় লাগে।
কলারপাতায় হাতখড়ি
শিক্ষার্থী ভুলেই যায়
তাই বলে কি বর্ণসকল
মণিরত্নম নয়?
গুরুই বানায় গরিমা সকল
খ্যাতির মালা পরায়
ধৈর্য্য সহ্য অনন্য পন্থায়
শিষ্য বড়োই হয়।
জন্ম থাকুক যথা তথা
কর্ম থাকুক ভালো
ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
শিক্ষক দিবসের আলো।

সময়ের পাঠশালা
উর্বশী ব্যানার্জি

সময় আমাকে শিখিয়ে নিয়েছে ঢের
বুঝিয়ে দিয়েছে ভালোমানুষির জের।
দেখিয়ে দিয়েছে অপ্রিয় সত্যে ফল,
এখন বাজারে মিথ্যেরই জোর চল।
সময় বলেছে না ভাবতে মানবিক,
ভালো থাকার পাসওয়ার্ড দানবিক।
মুখোশ সরিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে মুখ,
ড্রয়িংয়ে সোফায় সাজানো অলীক সুখ।
সময় বলেছে ফিশফিশ করে কানে,
আলো আছে শুধু কবিতায় আর গানে।
বাকি পৃথিবীটা জুড়ে বসে আছে লোভ,
বাতাসে ভাসছে খেতে না পাওয়ার ক্ষোভ।
গুরুর মতোই সময় দিয়েছে পাঠ,
সময়কে তাই জানাচ্ছি প্রণিপাত।

আমাদের পিসিমণি সেলাইয়ের দিদিমনি
স্বপন দেবনাথ

পাশের বাড়ির রাঙাপিসি চুলগুলি তার পাকা,
আগে ছিলেন পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশের ঢাকা।
এখন তিনি এই বঙ্গেতে ভারতেরই বুকে
এই দেশকে ভালোবেসে আছেন বড়োই সুখে।
আমায় তিনি কাছে ডেকে করেন খুবই স্নেহ,
তেমন ভাবে আদর-যত্ন করেন না তো কেহ।
পড়ার ফাঁকে খেলার ফাঁকে তার কাছেতে গেলে,
সুস্বাদু সব নারকেল এবং তিলের নাড়ু মেলে।
অঘ্রানেতে নানান রকম করেন ডালের বড়ি,
টেস্টি বলে কিনতে সে সব সবার হুড়োহুড়ি।
শীত এলে তার কাজ বেড়ে যায়, সেলাই করেন কাঁথা,
গুনগুনিয়ে গানও করেন, দোলান তিনি মাথা।
তার সেলাইয়ের ‘নক্সি-কাঁথা ’ দারুণ কদর গ্রামে,
তাই তো তাকে চেনে সবাই ‘নক্সি-বুড়ি’ নামে।
বিকেল হলে তার বাড়িতে ভিড় জমে যায় বেশ তো,
তাদের নিয়েই বিকেল কাটে, থাকেন পিসি ব্যস্ত।
নক্সি-কাঁথার প্রশিক্ষণ দেন যে শিখতে চায় তাকে
পিসিকে তাই বউ-ঝিয়েরা ব্যস্ত করে রাখে।

শিক্ষক-ছাত্র এইটুকু মাত্র
কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধার পথে আলোক শিখা জ্বালেন জানি গুরু
অনেক আশা ভাবনা নিয়ে পাঠের হয় শুরু।
আগের দিনে গুরুর কাছে মাথা হত নত
সেই সমীহ চুলোয় গেছে সবই এখন গত।
গুরুগৃহের সিংহদ্বারে দেখি জুতোর পাহাড়
এতেই বুঝি লক্ষীপুজোর বহর কেমন তাঁহার।
ক্ষিপ্তগুরু চপেটাঘাতে পর্দা ফাটান কানের
শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর মমতা নেই প্রাণের।
শিক্ষকতার ব্রত কোথায় বৃত্তিটুকুই সার
কল্যাণব্রতে তাই তো এখন মন নেই আর।
ভাবঘন পরিবেশে আর নেই গুরুবন্দন
অকারণ মূর্তিতে ফুল-মালা-চন্দন।
অন্তরে আলো নেই নেই ভালোবাসা
আঁধারেই ঢাকা তাই সুদিনের আশা।

ট্যারা বাঁকা

এসব টোপ একুশে ভোট

এসব আবার একুশে টোপ
আবার অনুদান
কেবল প্রাপ্য দেবার বেলায়
ওষ্ঠাগত প্রাণ!
মিটিং করে মুরগি ছাগল
বিলোন দেখি তিনি
দিদিকে বলো, দেবেন খাঁটি
কেডিএম-এর গিনি!
পি কে-র মন্ত্রে উজ্জীবিত
খয়রাতি আকছার
ভুলেই গেছেন মোদের দিদি
মানুষই হাতিয়ার।
বছর পাঁচেক ঝালে-ঝোলে
বেকার মরে রোজ
রাখতে গদি মরিয়া দিদি
রাখবে কী আর খোঁজ?
ডি-এ দিতে শূন্য ভাঁড়ার
শিক্ষিতরা শোনো
নেই চাকরি, ঘটি ভাজার
দোকান দিও কোনো!
পাবলিকলি এসব কথা
বলেন মিনিস্টার
চা বানিয়ে হবেন মোদী?
বাহ! কী চমৎকার! !

টোপকে টপকালেন **শুভাশিস দাশ**

আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক

ঘুড়ির কথা উঠলেই সুতোয় টান পড়ে শৈশব। দূর আকাশে লাল-নীল-বেগুনি রঙের খেলা। ভোকাট্টা বলে চিল-চিৎকার। এই ঘুড়ির নাকি আবিষ্কার হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে। ২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হান সিন নামে চিন দেশের এক সেনাপতি প্রথম ঘুড়ি তৈরি করেন সিল্কের কাপড় দিয়ে।--এসব অবশ্য ইতিহাসের কথা। আজকের প্রজন্ম কি সত্যিই ঘুড়ি ওড়ায়, ওড়াতে চায়? নাকি স্মার্ট ফোনেই বুঁদ হয়ে থাকে! আকাশে তাদের চোখ তুলে দেখার অবকাশই নেই। বিশ্বকর্মা পুজো এলে সত্যিই কি আপনার ইচ্ছে করে না, লাটাইটা হাতে তুলে নিতে?

লিখে পাঠান ১০০ শব্দে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে- **ঘেঁটে ঘ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬, ই-মেল** ghentegha@gmail.com **(পিডিএফ-এ)**